২৬/৮/২০০৩

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...

পৃষ্ঠা 4 ... কলাম ...

ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও তথ্য প্রযুক্তি প্রসঙ্গে

গত ২১-৭-২০০১ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্রতারণার শিকার' শীর্ষক প্রতিবেদনটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কথা হইতেছে বাংলাদেশের কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আর কোন্‌টি অনমোদিত নয় তাহা কেহই জানুক বা না জানুক অন্তত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অত্যন্ত ভালো করিয়া জানার কথা। বিভিন্ন নামে এই সকল বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় দৈনিকগুলিতেই ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দিয়া থাকে। তাহা আবার একদিন বা দুইদিন নয়, যতদিন পর্যন্ত তাহাদের নির্ধারিত আসন সংখ্যা পূর্ণ না হয়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ফী, টিউশন ফী ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করে। সুতরাং কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রাতের অন্ধকারে বা গোপনে ছাত্র ভর্তি করায় না। প্রশ্ন হইতেছে বিজ্ঞাপন দেখিয়া যে সকল প্রতিষ্ঠান ভুয়া বা যাহারা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নহে তাহাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই কেন? বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করায় মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে। যাহার পরিমাণ এক হইতে দুই লক্ষ টাকা। ক্ষেত্র বিশেষে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে। লোভনীয় এবং আকর্ষণীয় ডিগ্রী অর্জনের আশায় এবং উন্নত কেরিয়ার গঠনের লক্ষ্যে অনেক সাধারণ পরিবারের ছেলে-মেয়েকে জায়গা-জমি বিক্রয় করিয়া হইলেও ভর্তি হইতে দেখা যায়। কিন্তু ভর্তি হওয়ার পরে যদি জানিতে পারে তাহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভুয়া তখন কী অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে ঐ ছাত্র-ছাত্রীদের? তাহাদের পরিবারের? এবার আসা যাক কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস কুমিল্লা জেলা শহরে। ঢাকার ধানমন্ডিতে তাহারা একটি শাখা খুলিয়াছে। এখানে শুধু কম্পিউটার সাইন্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হয়। চার বৎসর মেয়াদী গ্রাজুয়েট এবং দুই বৎসর মেয়াদী মাস্টার ডিগ্রী কোর্স চালু রহিয়াছে। এই কোর্সগুলিতে ভর্তি হওয়ার জন্য তথ্য প্রযুক্তির শীর্ষস্থানীয় থীম মেকাররাই উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিভাগের অধিকাংশ শিক্ষক এখানে পার্টটাইম পাঠদান করেন। বাংলাদেশে সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন তথ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নাই। বিশ্বব্যাপী যখন তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটিয়া চলিয়াছে তখন বাংলাদেশে প্রাইভেট উদ্যোগে গড়িয়া উঠা এই প্রচেষ্টাকে সহজভাবে গ্রহণ না করিবার অর্থ হইতেছে তথ্য প্রযুক্তিকে নিরুৎসাহিত করা। পরিশেষে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সদয় বিবেচনার জন্য কতিপয় প্রস্তাব রাখিতেছিঃ

১. যে সকল প্রতিষ্ঠান ভুয়া তাহাদের পূর্ব হইতে সতর্ক করিয়া দেওয়া এবং ভুয়া প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করা।

২. তথ্য প্রযুক্তিকে আগাইয়া নেওয়ার জন্য কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ক্যাম্পাসকে অনুমোদন প্রদান করা হউক।

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ-এর ন্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি ইনস্টিটিউ খোলা এবং সেখান হইতে যাহাতে গ্রাজুয়েট বা মাস্টার ডিগ্রীধারী সকল ছাত্র-ছাত্রী তথ্য প্রযুক্তিতে উচ্চতর ডিগ্রী লাভের সুযোগ পায়।

মোঃ মিজানুজ্জামান,
৩৬৪ মীর হাজিরবাগ,
ঢাকা ১২০৪।